



হাসরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

## সহ্য করতে এবং ক্ষমা করতে শেখো

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।  
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।  
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।  
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহু, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহু, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,  
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।  
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

মানুষকে সহনশীল হতে হয় জীবনে মানিয়ে চলতে চাইলে। সবাই সহজতরভাবে জীবন অতিবাহিত করবে যদি সকলে একে ওপরকে সহ্য করে এবং সহনশীলতা দেখায়। এখন, কারও ভাই তাকে কিছু বললে সে ভাইকে আরও খারাপ কিছু বলে। যখন একজন বাবা তার সন্তানকে কিছু বলে, সন্তান তার উপর রেগে যায়, আর যখন মা কিছু বলে সন্তান তার উপরও রেগে যায়। তাই, যদি তারা ভুলও হয়, তুমি যদি বল, "এই মানুষটি বৃদ্ধ হয়ে গেছে। সে আর বদলাবে না", সেটাই একটি মার্জনা হয়ে দাঁড়াবে এবং রাগ চলে যাবে। সে ৭০/৮০ বছর এভাবেই চলছে। তা আর বদলাবে না। তোমার বন্ধুদের প্রতিও রাগ করার দরকার নেই। রাগ করলে অবস্থা আরও খারাপ হয়। তুমি নিজেই যন্ত্রণা ভোগ করবে কারণ তুমি অন্য একজনের প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করছ।

আমাদের সবকিছুর জন্যই ওজর খোঁজা প্রয়োজন রাগ এড়ানোর জন্য। তোমার আরেকজনের জন্য ওজর সন্ধান করা এবং রাগ করা এড়ানো প্রয়োজন এই ভেবে যে, "সে হয়ত আজ ভালো বোধ করছে না। তাই হয়ত সে আজকে এরকম ব্যবহার করছে। সে আজকে হয়ত গরমের কারণে এরকম করছে। আজকে হয়ত ..." এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় কামিল (আধ্যাত্মিকভাবে পরিপূর্ণ) মানুষদের মাঝে। শেইখ মাওলানার সামনে কতকিছু আসত এবং আমরা রাগ করে ফেলতাম। কিন্তু শেইখ মাওলানা এমন সব অজুহাত বের করতেন যা শুনলে তোমাদের হাসি পাবে। মানে, তিনি এমন সহনীয়তা নিয়ে এগুতেন। তিনি সবাইকে মার্জনা করতেন রাগ না করে, কারণ তারা মানুষ। মানুষেরা আরও ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবে যদি তারা এভাবে চলে। ভালো বন্ধু হবে, ভালো বাবা-সন্তান এবং মা-সন্তানদের মাঝের সম্পর্ক হবে।

সবাই মানিয়ে চলবে এবং এটি খুবই সুন্দর হবে। অপরপক্ষে, প্রতিদিন ভুল খুঁজলে তার পরিণতি ঝগড়া বা কথা বন্ধ হওয়া। যখন মানুষ একে অপরের সাথে কথা বলে না তখন তা ঝগড়া থেকেও খারাপ। শুধুমাত্র খারাপ লোকেরা এবং শয়তানেরাই এতে খুশী হবে। তারা খুশী যখন মানুষেরা রাগ করে অথবা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়। ভালো মানুষেরা এতে খুশী হয় না। বরং ভালো মানুষেরা দুঃখ পায় তাদের মাঝে আপোষের চেষ্টা করে।

অন্যের কিছু দোষ থাকতেই পারে। এটা কোন বড় বিষয় নয়। ইনশাআল্লাহু আমাদের ওজর খুঁজে



## হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

বের করতে হবে প্রতিটি ক্রটির জন্য এবং তাদের ক্ষমা করতে হবে। আমরাও আরও শান্তি বোধ করব যখন আমরা ক্ষমা করব। আমরা অন্তরে শান্তিতে থাকব এবং যা আমাদের বিষয় নয় তা নিয়ে নাক গলাব না। যখন আমরা এরকম করব তখন আল্লাহ্ হতে রাহমাত আসবে এবং আমরা পুরস্কার লাভ করব ইনশা আল্লাহ্। আল্লাহ্ তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হোন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল  
১০ অগাস্ট ২০১৬/৭ যুল-কিদাহ ১৪৩৭  
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।